e-কবি র ডাইরি

মনটা খুব খারাপ হয়ে আছে। বেদনায় হৃদয়টা পুড়ে যাচ্ছে, যখন এই ডাইরি লিখছি তখন হাজার হাজার লোক ইরাকের পথপ্রান্তে মারা যাচ্ছে। এমনি একটা সময় আমাদের বাংলাদেশেরও হয়েছিল। যদিও পটভুমিটা একটু ভিন্ন তবুও এই রকমভাবে নিরাপরাধ বাঙ্গালীদের উপর নেমে এসেছিল অত্যাচার। যদিও যুদ্ধ সরাসরি দেখবার সুযোগ হয়নি আমার। কিন্তু সেবার ঢাকার মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘরে যেয়ে, চিঠি আর দলিল গুলি আমাকে খুব স্পর্শ করেছিল। যদি কখন দেশে সময় করতে পারেন আপনাদের বলবো মুক্তযুদ্ধ যাদুঘরটিতে একনজর দেখে আসতে।

কি দোষ করেছে ইরাকের সাধারণ জনসাধারণ তা তারা জানে না। শুধু জানে যে, পৃথিবীর এক মহাশক্তিধর দেশ তাদের নেতার প্রতি ক্ষুদ্ধ। আর সেই কারনেই, সেই ৯১ এর পর থেকেই তাদের উপর নেমে এসেছে অত্যাচার। তারা কেমন করে দিন কাটাচ্ছে তা বলতে পারবোনা। পৃথিবীর বড় বড় মিডিয়া অন্য কিছু প্রচার করতে ব্যাস্ত। তারা যে ইরাকের জনসাধারণের জন্য সাহায্য (!) করছে তাই বারবার প্রচার করছে। আমরা যারা এই মিডিয়ার কথা এখন শুনছি। তা কিন্তু আজ হতে পনের-কুড়ি বছর আগে এমনটি ছিলনা। আজকের এই বিন-লাদেন কিংবা সাদ্দামকে কে তৈরী করেছে? কারা? একদিন আমেরিকাই এদের নিজ হাতে তৈরী করেছিল। আজ তাদের নীতির পরিবর্তন হয়েছে। পনের বিশ বছর আগে তাদের মধ্যে ছিল গলায় গলায় ভাব। কিন্তু এখন অবস্থা অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সেই কথা হয়তো আমরা নতুন প্রজন্মরা নাও জানতে পারি। কিন্তু এদের চিনতে হলে একটু পিছন ফিরে এদের ইতিহাস জানতে হবে। যাদেরকে তারাই একদিন সাহায্য সহযোগীতা ও মদুদ দিয়েছিল বর্তমানে হয়তো আর তারা তাদের কলকাঠি হয়ে নাচছে না, কিংবা তাদের আর প্রয়োজন নেই, তাই হয়তো আজকের এই অবস্থা। আমেরিকার মত শক্তিধর দেশের সৃষ্ট চরিত্র হচ্ছে বিন লাদেন, যাকে মিডিয়া গড়ে তুলেছিল। এখন নতুনভাবে গড়ে তুলছে সাদ্দামকে। এর পর হয়তো তাদের নজর যাবে কোরিয়া এর কিম এর দিকে, কিংবা লিবিয়া কিংবা সুদান কিংবা অন্য কেউ। বজায় রাখবে তাদের আন্তর্জাতিক মাস্তানি। যেমনভাবে বিন লাদেনকে ইচ্ছা করে তারা খুজতে ব্যার্থ হচ্ছে। এমনিভাবে সাদ্দামকেও তারা পতন করবে । কিন্তু সাদ্দাম হয়তে বহাল তবিয়তে কোথায় থাকবে, অথচ তাকে নাকি তারা খুজে পাবেনা। টিকিয়ে রাখবে তাদের নিজের প্রয়োজনে। একবার এক বন্ধুমহলে আলোচনা হচ্ছিল যে বিন লাদেন কোথায় আছে। এক বন্ধু হাস্যচ্ছলে বলছিল, "*আমার তো মনে হয় বিন লাদেন হোয়াইট হাউসে আছে*"। কথাটা হাস্যচ্ছলে উড়িয়ে দিলেও হয়তো হতে পারে।

আজকের পৃথিবীতে সবথেকে অশান্তি কে করছে? বিন-লাদেন, সাদ্দাম নাকি মহাশক্তিধর এই দেশটির নেতা। আপনারা আজকের পৃথিবীর ঘটনাগুলি বার বার চিন্তা করে উত্তর দিন। মিডিয়া বারবার বলছে যে তার ইরাকের জনসাধারণের জন্য এটা করছে। এর থেকে বড় ভন্ডামি কি আর কিছু আছে? ইরাকের জনসাধারণ কি এই যুদ্ধ চাচ্ছে। গুটিকয়েকি লোককে ধরে নিয়ে এসে পার্লামেন্ট গড়লেই হয়না। জনগনের সাপোর্টের প্রয়োজন। জনগন যদি বিপ্লব না ঘটায় তবে বাহিরের কোন দেশ এসেও নকল নকল বিপ্লব ঘটাতে পারবেনা। তার ভুরি ভুরি প্রমান দেখতে চাইলে দেখুন আফ্রিকাতে আজকের এই বৃহৎ দেশগুলি কি করেছে। তাদের মঙ্গল কামনা করে সৃষ্ট নেতা সাজিয়ে তার দেশগুলিকে পুরোপুরি পঙ্গু করে ফেলেছে। সেই সোমালিয়া থেকে শুরু করে দেখুন নাইজেরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা।

যুদ্ধ দিয়ে কখনই শান্তি আনা যায়না। এখন যা হচ্ছে তা আমেরিকার ক্রোধ, ৯.১১ এর ক্রোধে মারা যাচ্ছে অসহায় নর-নারী। মারা গেছে অসংখ্য লোক আফগানিস্থানে, মারা যাচ্ছে ইরাকে। ৯.১১ এর মৃত লোকদের প্রতি যেমন আমি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাদের রুহ এর মাগফেরাত কামনা করি তেমনি সমপরিমানে দোয়া করি যারা মারা যাচ্ছে। মিডিয়া ৯.১১ এর ঘটনা নিয়ে কনসার্ট, গান, চিত্রপ্রদর্শনি, সিনেমা, নাটক সব করেছে কোন কিছু করতেই বাদ রাখেনি। অথচ আমরা কি জানি আফগানিস্থানে ঠিক কত জন লোক মারা গেল? ঠিক কতজন লোক এখন মারা যাচ্ছে ইরাকে?

মনটা খুব খারাপ হয়ে যায়। যখন জাপানে সাকুরা আগমন করছে, সৌন্দর্যপিপাসু লোকজন তা উপভোগ করছে, তখন অসহায় লোকেরা মারা যাচ্ছে, তারা আতঙ্কিত দিন কাটাচ্ছে। আপনারা যারা জাহানারা ইমাম এর *'৭১ এর দিনগুলি"* পড়েছেন, তারা হয়তো উপলব্ধি করতে পারবেন যে তারা কেমন দিন কাটাচ্ছে। আমরা নবীনেরা যুদ্ধ দেখিনি। কিন্তু যুদ্ধ যে কত ভয়ংকর হতে পারে তা জানি। শুনেছি ও দেখেছি তার মমার্থ। মনটা প্রতিটি মুহুর্তে বলছে, বন্ধ কর এ যুদ্ধ। জানি আমার এই লিখা পড়ে আমেরিকা যুদ্ধ বন্ধ করবেনা। শুধু আক্রোশে জ্বলে পুড়ে মরছি। আর তাই এই অনুভুতি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। আর এই ডাইরি এর প্রতিটি শব্দমালায় বলতে চাচ্ছি শান্তির সেই বানী, Let's give peace a chance.

৯ই চৈত্র, ওকাজাকি
http://e-kobi.net